Re. 2.00 PRABINBARTA MONTHLY

প্রবীণবার্তা

মূল্য ঃ ২ টাকা মাসিক

Vol : VI Issue : I, 15th April , 2017 বৈশাখ, ১৪২৪,বার্ষিক মূল্য-২০ টাকা RNI NO. WBBEN/2012/ 46375

আমাদের বিনম্র শ্রদ্ধাঞ্জলী

ডঃ বি. আর আম্বেদকর
(১৮৯১ - ১৯৫৬)

শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা গ্রহণ করুন

১৪২৪ বঙ্গাব্দ

২২শে মার্চ অনুষ্ঠিত প্রয়াত বিমল চ্যাটার্জী ও প্রয়াত হরিদাস মালাকার এর স্মরণে স্মারক বক্তৃতায় বক্তব্য রাখছেন ডাঃ ফুয়াদ হালিম, মঞ্চে সংস্থার সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী।

ডঃ বি. আর আম্বেদকর স্মরণে

অশোকরঞ্জন ধর

ভীমরাও আম্বেদকর ১৪ এপ্রিল ১৮৯১ সালে জন্মগ্রহণ করেন। পিতার নাম রামজী ও মাতা ভীমাবাঈ। ১৯০৬ সালে ১৫ বৎসর বয়সে তার বিয়ে হয় ৯ বৎসরের রমাবাঈয়ের সাথে। তিনি ছিলেন ধর্মে হিন্দু কিন্তু অন্ত্যজ বলে পরিগণিত দলিত (মাহার) সম্প্রদায়ের। সেজন্য প্রায় জীবনভর নানাপ্রকার অসুবিধার সম্মুখীন হয়েছেন।

তিনি অতীব মেধাবী ছিলেন। ১৯০৮ সালে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯১২ সালে বি.এ. পাশ করেন ও ১৯২৭ সালে আমেরিকার কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পি.এইচ. ডিগ্রী পান।

তিনি দলিত শ্রেণীর উন্নতির জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। তাদের জন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রে সংরক্ষণের প্রবক্তা ছিলেন। "মুকনায়ক" নামে একটি সংবাদ পত্র প্রকাশ করেছিলেন। ডঃ আম্বেদকর ১৯৩৬ সালে ইন্ডিপেন্ডেন্ট লেবার পার্টি প্রতিষ্ঠা করেন। পরবর্তীকালে সেটি সর্বভারতীয় সিডিউল কাষ্ট ফেডারেশনে পরিবর্তিত হয়। তথাকথিত অস্পৃশ্যদের গান্ধীজীর 'হরিজন' আখ্যা দেওয়ার তিনি বিরোধী ছিলেন। কারণ তিনি বলতেন অস্পৃশ্যরাও অন্যান্য মানুষের মত একই সমাজের অন্তর্ভুক্ত।

পন্ডিত জওহরলাল নেহেরুর মন্ত্রীসভায় স্বাধীন ভারতের তিনি প্রথম আইনমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ২৮শে আগষ্ট স্থায়ী সংবিধান রচনার জন্য ড্রাফটিং কমিটির তিনি চেয়ারম্যান ছিলেন। ১লা নভেম্বর ১৯৪৯ ভারত সরকার কতৃক সংবিধান গৃহীত হয় এবং ১৯৫০ সালের ২৬শে জানুয়ারী থেকে কার্য্যকরী হয়।

ডঃ আম্বেদকর ১৯৫০ সালে শ্রীলঙ্কায় এক বৌদ্ধ

সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন এবং ফিরে এসে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। তাঁর প্রায় পাঁচ লক্ষ অনুগামী তাঁকে অনুসরণ করে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন।

১৯৫৬ সালের ৬ ডিসেম্বর ভারত মাতার এই কৃতী সন্তান দিল্লীতে তাঁর বাসভবনে পরলোক গমন করেন।

১৯৯০ সালে ভারতীয় সংবিধানের জনক ডঃ ভীমরাও রামজী আম্বেদকর (যিনি বাবা সাহেব নামে বেশী পরিচিত) মরনোত্তর ভারতরত্ন সম্মানে ভূষিত হন।

১৪মার্চ ২০১৭ ডাঃ নর্মান বেথুনের জন্মবার্ষিকী ও সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানের বিবরণ

ডাঃ নর্মান বেথুনের জন্ম বার্ষিকী ও সংস্থার প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী দিবস উপলক্ষে সংস্থার দ্বিতলে 'বিমল চ্যাটার্জী' সভাগৃহে অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রী পেলব মুখার্জী। ১লা এপ্রিল ২০১৬ হতে মার্চ ২০১৭ পর্যন্ত আমাদের যে সকল প্রিয়জন সদস্যের জীবনাবসনা হয়েছে তাঁদের তালিকা পাঠ করেন শ্রী স্নেহাংশু চাকদার এবং তাদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১ মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সভাপতি সকলকে প্রীতি ও শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন আরো একটা বছর অতিক্রম করে বেথুন ইন্সটিটিউট এগিয়ে চলছে। ২০০৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে আর থেমে থাকতে দেখা যায়নি। বাঁশদ্রোণীতে নতুন ইউনিট গঠন করে চিকিৎসা কেন্দ্র স্থাপন, তারপর ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিক গঠন করে চিকিৎসার ব্যবস্থা ও ফিজিও থেরাপি ইউনিট চালু করার পর নতুন পরিকল্পনা অনুসারে প্রচেষ্টা চলছে X-Ray Unit সহ Pathological Unit স্থাপনের। চেষ্টা করা হচ্ছে আকুপাংচার Unit চালু করার। নবকলেবরে গ্রন্থাগারটি উদ্বোধনের কথাও বর্ণনা করেন। বর্তমানে আমাদের সদস্য সংখ্যা ১২৭৫ জন। এবছর নতুন সদস্য হয়েছেন ৭৩ জন। এবছর ১২১জনকে সম্মাননা জানানো হয়েছে। আমাদের লক্ষ্য ছিল মাসে ১টি করে আলোচনা সভার ব্যবস্থা করা, কিন্তু তা করে উঠতে পারিনি। সেই লক্ষ্যকে সামনে রেখে আগামী ২২শে মার্চ প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিমল চ্যাটার্জী ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হরিদাস মালাকার স্মরণে স্মারক বক্তৃতার আয়োজন করা হবে। বিষয়-'বর্তমানে চিকিৎসা বিভ্রাট ও খাদ্য সমস্যা'। বক্তা-ডাঃ ফুয়াদ হালিম। সকলকে উপস্থিত থাকার আহ্বান জানান। এখানে উপস্থিত আছেন বেথুনের আদর্শে উদ্বুদ্ধ ডাঃ মৃগেন্দ্র নাথ গাঁতাইত। তিনি ডাঃ নর্মান বেথুন সম্পর্কে বলবেন। সবশেষে সকলের সুস্বাস্থ্য কামনা করে তার বক্তব্য শেষ করেন।

ডাঃ গাঁতাইত উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন ডাঃ নর্মান বেথুনের জীবনের বিভিন্ন দিক পর্যালোচনা করলে এটা বোঝা যায় তিনি শুধু একজন চিকিৎসক-ই নন, ডাঃ নর্মান বেথুনের জীবন মানে শিক্ষক, সহযোদ্ধা, স্বাস্থ্য উপদেষ্টা, চিকিৎসক, আদর্শ বন্ধু। ১৮৯০ সালের ৩রা মার্চ তিনি কানাডায় জন্মগ্রহণ করেন। ছোটবেলা থেকেই তার স্বভাব সকলের থেকে আলাদা ছিল। বিজ্ঞানের প্রতি তার ঝোক জীবনের শুরু থেকেই ছিল। পরীক্ষা নিরীক্ষার উপর বেশী ভরসা করতেন। ছোটবেলায় গ্রাম শহরের অনেক স্কুলে তিনি পড়েছেন। মেডিক্যাল কলেজের M.D পরীক্ষার জন্য তৈরী হচ্ছিলেন। হঠাৎ কানাডা যে দিন যুদ্ধ ঘোষণা করে সেদিন নর্মান সৈনিকের খাতায় নাম লিখিয়ে ফেললেন। পৃথিবীর রণক্ষেত্রে ব্লাডব্যাঙ্ক নিয়ে যোদ্ধাদের দেহের রক্ত দিয়ে তাদের জীবনকে রক্ষা করার কাজ সর্বপ্রথম ডাক্তার নর্মান বেথুনই করেছেন। নিজে সবসময় আহতদের পাশে দাঁড়িয়েছেন এবং অন্যান্য ডাক্তারদেরকেও আহতদের কাছে দাঁড়াতে আহ্বান জানিয়েছেন। এমনও দেখা গেছে নিজের রক্ত দিয়ে রোগীদের বাঁচিয়েছেন। শুধু তাই নয়, রণক্ষেত্রে চিকিৎসাশাস্ত্র কীভাবে প্রয়োগ করা যায় তার জন্য সারা পৃথিবীকে রাস্তা দেখিয়েছেন। ডাঃ নর্মান বেথুনের কর্মক্ষেত্র মানে সারা পৃথিবী ফ্রান্স, স্পেন, ইটালি, সুইজারল্যান্ড, সোভিয়েট রাশিয়া ও চীন। চীনে ডাঃ নর্মান বেথুনের স্মৃতিরক্ষার্থে অনেক নিদর্শন রয়েছে। তারা ডাঃ বেথুনকে স্মৃতিপটে তুলে ধরে রেখেছেন।

পরবর্তীতে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন কলকাতা কর্পোরেশনের ১১১ নং ওয়ার্ডের কাউন্সিলার শ্রী চয়ন ভট্টাচার্য। তিনি ডাঃ নর্মান বেথুনের আদর্শের কথা উল্লেখ করে বলেন সেই আদর্শকে সামনে রেখে জয় ইউনিয়নের

উদ্যোগে আন্তর্জাতিকতাবাদী ডাঃ নর্মান বেথুনের নামে এই সংগঠন গড়ে তোলা হয়েছে। এই সংগঠনের উদ্দেশ্য হল সমাজের পিছিয়ে পড়া শ্রমজীবি ও প্রবীণ ব্যক্তিদের বিভিন্নভাবে সাহায্য করা। চিকিৎসা সেবা দেওয়ার লক্ষ্যে সংস্থার পক্ষ থেকে যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। প্রবীণ ব্যক্তিদের সচেতনতা বৃদ্ধি এবং একাকিত্ব দুরীকরনের জন্য সেমিনার সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আমাদের সকলের কর্তব্য তাদের পাশে দাড়িয়ে তাদেরকে সাহায্য করা। উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে তার সংক্ষিপ্ত বক্তব্য শেষ করেন।

এরপর শুরু হয় সম্মাননা প্রদান অনুষ্ঠান। প্রথমেই শ্রী মৃণাল দত্তকে স্মারক, মানপত্র ও ফুলের স্তবক দিয়ে সম্মাননা জানান সভাপতি শ্রী পেলব মুখার্জী। শ্রী মৃণাল দত্ত ডাঃ নর্মান বেথুন ক্লিনিকের উন্নতি কল্পে ২০,০০০ টাকা প্রদান করেন। তিনি সংস্থার কাজের কথা উল্লেখ করে বলেন সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের উন্নয়ন কল্পে যে কাজ সংস্থার পক্ষ থেকে করা হচ্ছে তা এক নজরবিহীন দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে। আমি সব সময় আপনাদের পাশে আছি ও থাকব।

শ্রী অমল কর এর হাতে স্মারক, মানপত্র ও ফুলের স্তবক তুলে দিয়ে সম্মাননা জানান সহ-সম্পাদক শ্রী অশোক রঞ্জন ধর। শ্রী অমল কর সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখেন। তিনি বলেন আজ এখানে লাইব্রেরীর উদ্বোধন করা হল। আমি একজন লেখক পরবর্তীতে আমার লেখা কিছু বই এই লাইব্রেরীতে প্রদান করব। সংস্থার কাজের প্রশংসা করেন এবং সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়ে তার বক্তব্য শেষ করেন।

শ্রীমতি শুভ্রা দাশগুপ্তের সংগীতের মাধ্যমে সংগীতানুষ্ঠান শুরু হয় এবং পরবর্তীতে সংগীত পরিবেশন করেন শ্রী শান্তনু ভট্টাচার্য ও শ্রীমতী দীপালি রায়। শ্রী অশোক রঞ্জন ধরের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।

২২শে মার্চ ২০১৭ তারিখে অনুষ্ঠিত প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিমল চ্যাটার্জী ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হরিদাস মালাকারের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে স্মারক বক্তৃতা অনুষ্ঠানের বিবরণ।।

সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি বিমল চ্যাটার্জী ও উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য হরিদাস মালাকারের প্রয়াণ দিবস উপলক্ষে স্মারক বক্তৃতার অনুষ্ঠানে সভাপতির আসন অলংকৃত করেন শ্রী পেলব মুখার্জী। সভার শুরুতেই বিমল চ্যাটার্জী ও হরিদাস মালাকারের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করেন সভাপতি ও অন্যান্য উপস্থিত সদস্যগণ। স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ১মিনিট নীরবতা পালন করা হয়।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন শ্রমিকদের দাবীদাওয়া নিয়ে আপোসহীন সংগ্রামের মাধ্যমে তাদের অধিকার আদায় করার লক্ষ্যে বিমল চ্যাটার্জী ও হরিদাস মালাকারের নেতৃত্বে জয় ইউনিয়ন নজির সৃষ্টি করেছে। তারা সারা জীবন শ্রমিকের কথা ভেবেছেন। জয়ার শ্রমিকদের ঐকান্ত প্রচেষ্টায় ফসল আজকের বেথুন ইন্সটিটিউট। সারা দেশজুড়ে যখন শ্রমিক আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য কেন্দ্রের শাসকদল কংগ্রেস উঠেপড়ে লেগেছিল তার বিরুদ্ধে জয়ার শ্রমিকরা রুখে দাঁড়িয়েছিলেন। তখন কোন আন্দোলন ত দুরের কথা শ্রমিকরা তাদের আইনসংগত প্রতিবাদের অধিকারও হারাতে বসেছিল। সারাদেশে যখন আন্দোলন বন্ধ, লড়াই বন্ধ তখন যে সংগ্রাম জয়ার শ্রমিকরা করেছে তা অতীতে কখনও দেখা যায়নি। এই আন্দোলন দমন করার জন্য কেন্দ্র বাইরে থেকে আধা সামরিক বাহিনী নিয়ে আসে। কিন্তু তাদের সমস্ত প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দিয়ে জয়ার ৭ হাজার শ্রমিক ১৭ই ডিসেম্বর ১৯৬৩ থেকে লাগাতার ধর্মঘটে অংশ গ্রহন করে। এটা Trade Union এর আন্দোলনের ইতিহাসে এক নতুন ঘটনা। আন্দোলন দমন করার জন্য পুলিশ, গুন্ডাবাহিনী ইত্যাদি নানা দমন পীড়ন মূলক ব্যবস্থা মালিকের পক্ষ থেকে করা হয়। এসমস্ত উপেক্ষা করেই অঞ্চলের উদ্বাস্তু আন্দোলন সহ সব অংশের

গনতান্ত্রিক মানুষেরা ঐকবদ্ধভাবে ধর্মঘটের পক্ষে দাঁড়ান। গড়ে ওঠে প্রশান্ত শূরের নেতৃত্বে জয়া সংগ্রাম সহায়ক কমিটি। শুধু শহর অঞ্চলেই নয় গ্রাম অঞ্চলে কৃষক সভা, মহিলা সংগঠন, ছাত্র, যুব সংগঠন একে একে প্রত্যেকেই এই সংগ্রামের সমর্থনে এগিয়ে আসেন। যা ট্রেড ইউনিয়ন আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক নতুন ঘটনা। এই ধর্মঘটের সমর্থনে ১ দিনের বাংলা বন্ধ আহুত হয় এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে সর্বপ্রথম ১ দিনের ধর্মঘট পালন করা হয়। এই ঘটনা পশ্চিমবঙ্গের শ্রমিক আন্দোলন এক নতুন উৎসাহ উদ্দীপনার সৃষ্টি করে যা এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। তার নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বিমল চ্যাটার্জী ও হরিদাস মালাকার। তাদের এই প্রচেষ্টাকে তুলে ধরার জন্য আজকের এই সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

শ্রী অম্বর রায় চৌধুরী সভাপতির বক্তব্যকে আরও সম্প্রসারিত করে তার বক্তব্য উপস্থিত করেন। তিনি বলেন তখন শ্রমিক আন্দোলন দূরের কথা শ্রমিকদের হাসতে মানা, কাঁদতে মানা, আরও নানারকম প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কেন্দ্রের কংগ্রেস সরকার প্রচেষ্টা চালিয়েছিল তাকে পর্যুদস্ত করার জন্য কিন্তু এতদ্ অঞ্চলে শুভবুদ্ধি সম্পন্ন সমস্ত মানুষ একত্রিতভাবে এর মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুতি গড়ে তুলেছিলেন তা এক উদাহরণ সৃষ্টিকারী ঘটনা হিসাবে চিহ্নিত হয়ে আছে। এই ধর্মঘট শুধু কারখানার গেটে আন্দোলন করে দাবী আদায়ের জন্য প্রস্তুতি নয়। তা সারা পশ্চিম বাংলার বিভিন্ন জেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার জন্য জয়ার শ্রমিকরা প্রতি অঞ্চলে Camp Committee গঠন করে শ্রমিকদের মনোবল ধরে রাখা এবং তাদের আর্থিক সহ নানা রকম সাহায্যের জন্য অঞ্চলের মানুষদের সংগঠিত করে এগিয়ে আসেন। এটা শ্রমিক আন্দোলনের ক্ষেত্রে একটা নতুন ঘটনা হিসাবে দাঁড়িয়ে আছে। এটাও একটা যুগান্তকারী ঘটনা। একে স্মরণীয়করে রাখার জন্য জয় ইউনিয়ন ও বেথুন ইন্সটিটিউট যে প্রচেষ্টা করে চলেছেন তা আমাদের বুঝতে হবে। কমঃ বিমল চ্যাটার্জী ও হরিদাস মালাকার এর যৌথ নেতৃত্ব সাধারণ মানুষ আজও শ্রদ্ধার সাথে স্মরণ করে। আজকের অনুষ্ঠানের আলোচনার বিষয় 'বর্তমানে চিকিৎসা বিভ্রাট ও খাদ্য সমস্যা'। বক্তা প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ ফুয়াদ হালিম। তিনি বিধান সভার প্রাক্তন স্পীকার হাসিম আব্দুল হালিমের পুত্র। তিনি নামীদামী চিকিৎসক হওয়া সত্ত্বেও মাত্র ৫০ টাকার বিনিময়ে রোগীদের পরিসেবা দিয়ে থাকেন। সমাজ সচেতনতার লক্ষ্যে তিনি আজ আমাদের এখানে বক্তব্য রাখেন।

তিনি উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বক্তব্য শুরু করেন। জয় ইউনিয়নের অবদানের কথা উল্লেখ করে বলেন সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষ, শ্রমিক ও প্রবীণ ব্যক্তিদের সহায়তা করার জন্য বেথুন ইন্সটিটিউট প্রতিষ্ঠা করে এক নজির সৃষ্টি করেছেন। অতীতে ডাক্তারগণ যেভাবে চিকিৎসা করেছেন তা উল্লেখ করেন। বর্তমানে চিকিৎসা হল বিক্রয়যোগ্য পণ্য। আমাদের দেশে চিকিৎসাকে বেসরকারীকরনের চেষ্টা চলছে। Health Insurance Company গুলোর মাধ্যমে একাজ শুরু করা হয়েছে। তাছাড়া চিকিৎসা এখন ডাক্তারদের হাতে নেই। কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ির মাধ্যমে চিকিৎসাকে নিয়ন্ত্রণ করা হচ্ছে। সরকারীভাবে স্বাস্থ্যখাতে ব্যয় কমানো হচ্ছে। যার ফলে মানুষ বেসরকারী পরিসেবা গ্রহণ করতে বাধ্য হচ্ছে। কোন ছোটখাট ব্যাপারে ডাক্তারের কাছে গেলেও ডাক্তার বাবু বিভিন্ন Test করানোর পরামর্শ দিয়ে থাকেন। নচেৎ সঠিকভাবে চিকিৎসা হবে না। পৃথিবীর ৮০ ভাগ উন্নয়নশীল দেশ স্বাস্থ্যকে বেসরকারী করণের বিরুদ্ধে। তিনি কানাডা, লাতিন আমেরিকা সহ বিভিন্ন দেশের স্বাস্থ্য ব্যবস্থার কথা তুলে ধরেন। কিন্তু আমাদের দেশে স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বেসরকারী করণের দিকেই এগোচ্ছে। ওষুধ পত্রের দাম লাগাম ছাড়া। যে ওষুধ তৈরী করতে খরচ হয় ২৫/৩০ পয়সা তার বাজার মূল্য ৪/৫ টাকা ধার্য করা হয়। সরকারী নিয়ন্ত্রণের অভাবেই এসমস্ত হচ্ছে। চিকিৎসা পরিসেবা সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যাচ্ছে। আর অর্থ উপার্জনের জন্য ডাক্তার বাবুরাও বেলাইনে চলছে। কারণ বর্তমানে ডাক্তারী পড়ার খরচ বৃদ্ধি পেয়েছে হাজার গুণ বেশী। সরকারী খাতে আসন কম থাকায় বে-সরকারী কলেজে ভর্তি হয়ে ডাক্তারী পাশ করতে প্রচুর খরচ হয়। তার ফলে কিছু অসাধু ব্যবসায়ীও ডাক্তারদের সহায়তায় সাধারণ মানুষের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চিকিৎসা ব্যবস্থাকে এক লাগামহীন পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। সাধারণ মানুষকেই এর বিরুদ্ধে

গনআন্দোলন তৈরী করা সহ সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে এগিয়ে যেতে হবে।

চিকিৎসার মত সাধারণ মানুষ খাদ্য নিয়ে একই সমস্যার সম্মুখীন। প্রচার মাধ্যমে খাদ্য নিয়ে বিভিন্ন ধরনের আলোচনা করা হয়। মাছ, সবজী, দুধ সমস্ত কিছুতেই ভেজালের কথা বলা হয়। এই সমস্ত আলোচনা শুনে সাধারন মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়েছে। কি খাবে, কি খাবেনা তা নিয়ে আরও বেশী সমস্যায় পড়েছে। তিনি বলেন খাবার দাবারের ব্যাপারে আমাদের আরও সচেতন হতে হবে। বাজার থেকে শাক সবজী এনে কাটার আগে তা জলে ভিজিয়ে রাখতে হবে। তা হলে দূষণের পরিমাণ কমে যায়। আর কাটার পরে ধোয়া হলে ক্যালোরী নষ্ট হয়ে যায়। ভাজাভাজি যতদূর সম্ভব না খাওয়াই ভাল।

নববর্ষ

সুনীত ঘোষ মজুমদার

পুরাতন যত জীর্ণ মলিন ভাবনা
কষ্ট পাওয়া অনুভূতি ও ঘটনা।
ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছিল আমার চারপাশে
নব উদ্দমে, আজ নূতন বরষে করেছি বিদায় তাদের
পাল ভাঙ্গা হাওয়া যদি এসে যায়
যদি ঢেউ উঠে জলেতে, মোকাবিলার তরে করেছি
নিজেরে সজাগ।
ভাবি মনে মনে নূতন বর্ষে হবে কি স্বপ্নপূরণ?
না বলা অনেক কথা, নিরবে কি শেষ হবে?
চাপা দেওয়া অনেক আগুন, নিভিবে কি চিরতরে?
আজি এ প্রভাতে করি আহবান জ্বালিতে মঙ্গল দীপ
বর্ষবরণে, নবীন, প্রবীণ এক জোট হয়ে বলিবে যখন
শুভ নববর্ষ, বলিবে মুছে যাক গ্লানি, ঘুচে যাক জরা
অগ্নিস্নানে শুচি হোক ধরা।

হৃদয়ে থেকো

(বিমল জ্যেঠুকে উৎসর্গ)

মিতা দাস

চির নিদ্রায় যাও তুমি -
মুক্তির লাগি
শান্তি পাও তুমি
ঈশ্বরে এ বর মাগি।।
আবার ফিরে এসো
অন্য কোনো রূপে
যতনে, আদরে থেকো
মোদের বুকে।।
নয়ন জলে ভাসিয়ে কভু
নিয়েছো বিদায়
যা ভুল, যা ত্রুটি মোদের
মুক্তি দিয়েছো সকল দায়।।
স্বপ্ন হয়েই থাকলে মোদের
মধুর স্মৃতি জড়ায়ে
আকাশ পানে দেখব যখন
আবার ফিরে পাব তোমায় হারায়ে।।
নিশ্চিন্তে আজি ঘুমিয়ে আছো
বসুন্ধরার ক্রোড়ে
নব দেহে, নব বেশে, এসো আবার
শুধুই মোদের তরে।।
ঈশ্বর চরণে পাও তুমি ঠাঁই
এ মোদের প্রার্থনা
ঝড়ুক ফুল হয়ে কৃপাবারি তোমা পরে
যা ছিল তোমার বেদনা।।

বিজ্ঞপ্তি

* ১ এপ্রিল থেকে ২০১৭ - ১৮ সালের সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে। সদস্যপদের ১০/-টা, ও প্রবীনবার্তার জন্য ২০টাকা জমা দিয়ে অনতিবিলম্বে নবীকরণের জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে।

* ১লা বৈশাখ ১৪২৪ (১৫এপ্রিল, ২০১৭) শনিবার জয় ইউনিয়নের সাথে যৌথ উদ্যোগে মিলনোৎসবের আয়োজন করা হবে।

* ২৫বৈশাখ ১৪২৪ (৯ মে ২০১৭) মঙ্গলবার রবীন্দ্র জন্ম জয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। উভয় অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি কাম্য। স্থান-'বিমল চ্যাটার্জী সভা গৃহে' ৩৯২এ, প্রিন্স আনোয়ার শাহ্ রোড (শহীদ স্মৃতি ভবন) কলিকাতা - ৭০০ ০৪৫। সময় - বিকাল - ৫.৩০ মিনিট।

*২৬মে ২০১৭ শুক্রবার নজরুল জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে। উক্ত অনুষ্ঠানে আপনাদের উপস্থিতি কাম্য। স্থান - 'হরিদাস মালাকার ভবন' সুবোধ পার্ক, রায়নগর, বাশদ্রোনী, কলকাতা - ৭০০ ০৭০, সময় - বিকাল ৫.৩০মিনিট।

-ঃ সম্পাদকীয় ঃ-

প্রিয় বন্ধু ও সাথীগণ সবাই শুভ নববর্ষের প্রীতি ও শুভেচ্ছা নেবেন। আশাকরি পরিবার পরিজন সহ কুশলে আছেন। তবে চাইলেও কুশলে থাকা মুস্কিল। প্রবীণদের রোগ প্রকাতা খুবই বেশি। চিকিৎসা খাতে খরচ ক্রমবর্ধমান, খরচের যোগান দেওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না। কারণ সরকারী ব্যবস্থা অপ্রতুল। ভারতে চিকিৎসা খাতে খরচের ৭০ শতাংশই নাগরিকদের নিজেদের বহন করতে হয়। তাই বলি আমাদের চিকিৎসা কেন্দ্রগুলির স্মরণ নেবেন।

সম্প্রতি রাষ্ট্রপুঞ্জ সুখী দেশের তালিকা প্রকাশ করেছে ১৫৫টি দেশের তালিকায় শীর্ষে নরওয়ে, ভারতের স্থান ১২২ নম্বরে। প্রতিবেশী পাকিস্তান (৮০) বাংলাদেশে (১১০) মায়ানমার (১১৪), শ্রীলঙ্কা (১২০), প্রত্যেকেই আমাদের থেকে এগিয়ে। এই তথ্য থেকে বুঝতে পারা যায় আমরা কতটা কুশলে থাকতে পারি। গত ২২শে মার্চ সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি, বিমল চ্যাটার্জী ও কমরেড হরিদাস মালাকারের প্রয়াণ বার্ষিকী উপলক্ষে স্মারক বক্তৃতা দেন প্রখ্যাত চিকিৎসক ডাঃ ফুয়াদ হালিম। বিষয় ছিল স্বাস্থ্য ও খাদ্য ক্ষেত্রে নৈরাজ্য। বর্তমানে বাজারে নকল ডিম নিয়ে ডামাডোল চলছে। সাবধানে খাদ্যদ্রব্য পছন্দ করবেন। ১লা এপ্রিল থেকে সদস্যপদ নবীকরণ শুরু হয়েছে সংস্থার সদস্যপদ নবীকরণ করে সংস্থার কর্মকান্ডের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে চলুন, একসঙ্গে এগিয়ে যাই।

চৈত্র অবসানের সঙ্গে সঙ্গে পুরাতন বৎসরকে বিদায় জানাই ঐ সময়ের সকল গ্লানি, ব্যর্থতা ও কালিমা দূরে রেখে নুতন আশা ও নব উদ্যমে নববর্ষকে স্বাগত জানাই। সু-স্বাগতম - ১৪২৪।

আসুন আমরা সবাই মিলে ভাল থাকি
.... আনন্দে থাকি।

ক্রমিক নং	নাম	ঠিকানা	টাকা
		পূর্বে প্রকাশিত অনুদান	২৭১৭৬৮.০০
১৮৬)	শ্রী মৃণাল দত্ত	পিপুলস রিলিফ কমিটি। ৩/৮০ চিত্তরঞ্জন কলোনী কলিকাতা - ৭০০ ০৩২	২০,০০০.০০
১৮৭)	শ্রীমতি কনিকা গাঙ্গুলী	৯/৬৫ নেতাজীনগর, কলকাতা - ৯২	১,০০০.০০
১৮৮)	শ্রীমতি আভা বোস	২০৪ সুবোধ পার্ক, কলকাতা - ৭০	২০০.০০
১৮৯)	শ্রী অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া	৩১/বি মোর এভিনিউ, কলকাতা - ৪০	১০০.০০
		মোট	২,৯৩,০৬৮.০০

Printed by Intergraphics, Published by Dipesh Mitra on behalf of Bethune Institute of Geriatrics Research & Rehabilitation Centre Ph. : 033 2473 9642, 9674553477 and printed at Intergraphics 1/15A, Prince Gulam Md. Road, Kolkata - 700 026 and Published at 392A, Prince Anwar Shah Road, Kolkata - 700 045, Editor - Sri Dipesh Mitra.
E-mail- bethune.geriatrics@gmail.com.Website : bethunegeriatrics.in

21,300